# সাদার উপর খয়েরী ছোপ

## অভ্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

ডিরেক্টর সুদীপ বোস 'অ্যাকশন' বলা মাত্র চিত্তির!

ক্যামেরাম্যান তমাল সবে ক্যামেরাটা ট্র্যাকের উপর দিয়ে এগোতে শুরু করেছে, এমনসময় একটা বেড়াল কোত্থেকে লাফিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে বসল ঠিক নুপুর রায়ের পায়ের সামনে। বসে বলল, "মিঁউ..."

সুদীপের বলতে ইচ্ছে করল, "তুম ইঁহা পে আয়া কিঁউ?"

টলিপাড়ার কে না জানে নুপুর রায়ের বেড়ালে অ্যালার্জি এবং এই মুহূর্তে উনি সিরিয়াল জগতের পয়লা সারির নায়িকা।

নিমেষের মধ্যে নুপুর রায় ছিটকে উঠলেন সোফা থেকে, তারপর সিটে, মেক আপ ম্যান সুদীপের ঘড়ঘড়ে গলায় শোনা গেল, "কাট"।

এই টি.ভি. কমার্শিয়ালটায় নুপুর রায়কে পেতে কম কাঠ খড় পোড়ায় নি সুদীপ। প্রথমে তো নুপুর মা'কে পটানো, তারপর ডেটের ঝামেলা। টি.ভি. কমার্শিয়াল বানিয়ে দু'বার সেরা বিজ্ঞাপন নির্মাতার পুরস্কার পেলেও, সুদীপ এখনও টলিপাড়ায় অপরিচিত মুখ। তাই ঘাবড়েই গেল সে।

তমাল ক্যামেরার লেন্সে ঢাকনা পরাচ্ছিল, শুকনো হেসে বলল, "তোমার বিস্কুটের বিজ্ঞাপনের বারোটা বেজে গেল সুদীপদা। নুপুরকে এখন সেটে আনা শিবেরও অসাধ্যি।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সুদীপ। এখন কি হবে! আজ বাদে অন্য সব দিন নুপুর ব্যস্ত, মাথা খুঁড়লেও ওকে পাওয়া যাবে না। এদিকে এই বিজ্ঞাপনটার উপর সুদীপের ভবিষ্যৎটিও ঝুলে আছে।

এই বিস্কুট কোম্পানির মালিক রাজীব বিসওয়ালের জিগরি দোস্ত বান্টি আহলুওয়ালিয়া। আর গত চার বছরে অহলুওয়ালিয়ার প্রযোজনায় কোনো সিনেমা ফ্লপ করে নি। নতুন ডিরেক্টরদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও উনি দরাজহস্ত।

সুদীপের অনেক দিনের ইচ্ছা একটা ফিচার ফিল্ম বানাবে। গল্পও রেডি। ক'দিন আগে কথায় কথায় বলে ফেলেছিল সবার সামনে, রাজীব বিসওয়াল পিঠ চাপড়ে দিয়ে দেন, এই বিজ্ঞাপনটা বানানোর পরই বান্টির সঙ্গে মিটিং করিয়ে দেবেন উনি। কিন্তু সে স্বপ্নে এখন জলাঞ্জলি।

প্রোডাকশন ম্যানেজার বিকাশবাবু বাইরে গেছিলেন চা খেতে, খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসলেন উনি। সুদীপকে আরো কিছুটা ঘাবড়ে দিয়ে বললেন, "এতো ডেঞ্জারাস কে হল মশাই। নুপুর আর ওর মা এসব বেড়াল টেড়ালের কুসংস্কার ভীষণ মানে। আজকের ঘটনাটার পর হয়তো এক মাস কোনো বিজ্ঞাপনের কাজ হাতেই নেবে না। তখন ইন্ডাস্ট্রির সবাই কিন্তু আপনাকেই দুষবে।"

সুদীপ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "কিন্তু এতে আমার কি দোষ বলুন!"

"সেটা আর ক'জন বুঝবে! এমনিতেই গেল বার সেরা বিজ্ঞাপন নির্মাতার পুরস্কারটি

পেয়ে শত্রুসংখ্যা বাড়িয়েছেন। এই বারে সেটা আরো বাড়ল আর কি।"

তমাল এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনছিল। সুদীপের পিঠে হাত রেখে বলল, "ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই সুদীপদা। যা হবার তা হবেই। বরং একবার নুপুরের সঙ্গে কথা বলে শেষ চেষ্টা করে দ্যাখো। যদি রাজি হয়। তবে তার আগে বেড়ালটাকে তাড়াও। নইলে ব্যাটা আবার হাজির হয়ে গন্ডগোল বাঁধাবে।"

বিকাশবাবু চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "তাই তো! বিড়ালবাবাজী কোথায় গেল! যার জন্য এত গোলমাল, তাকে একবার চাক্ষুষ করতে হয়।"

গোটা স্টুডিওয় খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। কোথায় সেই সাদার উপর খয়েরী ছোপওয়ালা শয়তানটা! একবার পেলে হয়। কিন্তু তাকে আর ত্রিসীমানায় পাওয়া গেল না।

গেছে ভালো হয়েছে ভেবে সুদীপ বিকাশবাবুর দ্বারস্থ হল। "বিকাশদা আপনি তো নুপুরের সঙ্গে 'চাঁদনী রাতের তারা' সিরিয়ালটাতেও কাজ করেছেন। ওকে একটু বোঝান না প্লিজ। বলবেন বেড়ালটাকে আমরা এ তল্লাট থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছি।"

বিকাশবাবু দাড়িটা একটু চুলকে নিয়ে বললেন, "বেশ, তবে গ্যারান্টি দিতে পারছি না।"

মেক আপ ভ্যানে বিকাশবাবু ঢোকামাত্র সুদীপ তেত্রিশ কোটি ভগবানের নাম জপ করতে শুরু করে দিল। ঠাকুর, রক্ষা কর। তুমি ছাড়া এ দুঃসময়ে কেই বা পাশে থাকবে!

ঠিক পনেরো সেকেণ্ড! বিকাশবাবু ছিটকে বেরিয়ে এলেন ভ্যান থেকে। দরদরিয়ে ঘামছেন। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কোনোরকমে বললেন, "তুমি ডিরেক্টর, তুমিই হ্যান্ডেল করো। এই বয়সে এরকম প্রেশার আমার সহ্য হবে না।"

বিকাশবাবুর মুখ দেখে সুদীপের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল। মানে এবার তার হাতেই সব। ফের একবার তেত্রিশ কোটি ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে মেক আপ ভ্যানের দরজাটা ঠেলল সে।

"মিস রায়, আসতে পারি?"

"আরে আসুন, আসুন।" নুপুরের গলাটা বেশ উচ্ছ্বসিত লাগছে।

সুদীপ দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে যাওয়ামাত্র, চক্ষুস্থির। নুপুর একটা চেয়ারে পা তুলে বসে আছে, মেকআপ পরা অবস্থাতেই। চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। আর কোলে... কোলে? কে আবার? সেই বিচ্ছু সাদার উপর খয়েরী ছোপওয়ালা শয়তানটা।

নুপুর একটা ঝকঝকে হাসি হাসল, "দেখুন তো, আপনাদের কি অসুবিধেয় ফেললাম। আমার জন্য শুটিং বন্ধ। কিন্তু কি করবো বলুন, পুষিটাতো কোল থেকে নামতেই চাইছে না?"

সুদীপ পুরো ধাঁধাঁ লেগে যাওয়া চেখে দেখল, শয়তানটা দিব্যি চোখ বুঁজে আদর খাচ্ছে। এর মধ্যে আবার নামকরণও হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আর ঘাবড়াল না সুদীপ।

এমনি এমনি দু'বার পুরস্কার পায় নি সে। মাথাটা তার ভীষণ পরিস্কার। তাই এই বিষয়টা না ঘাঁটিয়ে, আলতো হেসে বলল, " কোনে প্রবলেম নেই মিস্ রায়। আপনি ওকে কোলে নিয়েই আসুন। অমরা ওভাবেই সিনটা, করব।"

হতভম্ব ইউনিট মেম্বারদের সামনে দিয়ে বিজয়ীর মতো বেরিয়ে এলে সুদীপ। পিছনে পুষিকে কোলে করে নুপুর রায়। চিত্রনাট্য অনুযায়ী নুপুরকে সোফায় বসে কিছুটা খেতে হত। সুদীপ সামান্য বদলে দিল সিনটা। এরকম তো হামেশাই করতে হয়।